দৈনিক বাংলা

তারিখ ..18/2/79.....
পৃষ্ঠা ..1..... কলাম ..1.....

064

আজ ভোটঃ জনগণের রায়ের দিন

।। বিশেষ প্রতিনিধি ।।

আজ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। প্রতীক্ষার প্রহর গোনা একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বাংলাদেশের জনগণ সুখ চায়, শান্তি চায়। চায় নিরান্নপত্তা, চায় সমৃদ্ধি। চায় অক্ষুণ্ন অমলিন স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব। জনগণের এই প্রত্যয় ও প্রার্থিত ইচ্ছার পটভূমিতে গণতন্ত্রের মহান লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি পদক্ষেপ হিসেবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের নির্বাচন।

গণতন্ত্রের উত্তরণের যে প্রক্রিয়া গত তিন বছর যাবৎ ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে তার সফল পরিণতি যাত্রার একটি পর্যায় শেষ হবে আজকের নির্বাচনের মাধ্যমে। জনগণ আজ রায় দেবেন—দেশ কিভাবে চলবে, দেশে কি ধরনের শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের স্থানীয় ও সার্বিক উন্নয়নের ইস্যুগুলো সামনে রেখে জনগণ আজ বাছাই করবেন জাতীয় সংসদের জন্যে স্থানীয় প্রতিনিধিদের। বাংলাদেশের ভাগ্যনামী ইতিহাস নির্মাণের প্রশ্নে আজকের ব্যালটের অধিকার জনগণ প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। আজকের নির্বাচন জাতীয় সংসদের স্থানীয় প্রতিনিধি বাছাই করে নেয়ার জন্যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে সেবারের চেয়ে প্রার্থী, দল ও ভোটার সংখ্যা বেশি। কিন্তু এবারের নির্বাচনের ব্যাপকতা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ৭৫ সালের পর দেশের জনগণের কাছে কিছু বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দিগদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উৎপাদনমুখী রাজনীতির বক্তব্য। এছাড়া রয়েছে ৭৩ সালের নির্বাচন পরবর্তী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার নিরিখ এবার অত্যন্ত জোরালোভাবে কাজ করবে।

এবারের নির্বাচনের তিনশো আসনের জন্যে মোট প্রার্থীর সংখ্যা হলো ২ হাজার ১২৫ জন। এর মধ্যে ৪ শত ২৫ জন হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। বাকী ১ হাজার ৭ শত জন প্রার্থী হলেন মোট ২৯টি রাজনৈতিক দল, ফ্রন্ট ও সংগঠনের প্রার্থী। এদের মধ্যে ১৬ জন রয়েছেন মহিলা প্রার্থী। উল্লেখ্য, তিনশো প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যের ভোটে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনে ৩০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন।

দেশের মোট ২১ হাজার ৯ শত ৬টি ভোটদান কেন্দ্রে আজ সকাল আটটা থেকে শুরু হবে ভোট গ্রহণ। চলবে একনাগাড়ে বিকেল সাড়ে চারটা অব্দি।

গণের রায়ের দিন

ধাপে ধাপে উত্তরণ—

ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে আজকের এই নির্বাচন। দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নানা পট পরিবর্তনের পর ১৯৭৯ সালের ২৪শে জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রাজনৈতিক দলবিধি-৭৬ জারি করেন। এই বিধিতে বলা হয়, কোন রাজনৈতিক দলকে তার তৎপরতা শুরুর আগে দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সংবলিত ম্যানিফেস্টো সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে। সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর ওই দল রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করতে পারবেন।

১৯৭৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল ভূপ সম্প্রদায়ের কারণে প্রেসিডেন্ট সায়েম পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। ২২শে এপ্রিল জিয়া বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন, ৩০শে মে অনুষ্ঠিত হবে গণভোট—প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে কিনা তা যাচাই'র জন্যে। তিনি আরো ঘোষণা করেন, গণতন্ত্রের মহান লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে ৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে সংসদ নির্বাচন।

৭৭ সালের ৩০শে মে অনুষ্ঠিত হয় গণভোট। ৭৮ সালের ২১শে এপ্রিল জিয়া ঘোষণা করেন, ১লা মে থেকে খোলা রাজনীতি শুরু হবে এবং ৩রা জুন অনুষ্ঠিত হবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

৭৮ সালের পয়লা মে থেকে শুরু হয় খোলা রাজনৈতিক তৎপরতা। শুরু হয় রাজনৈতিক খোলা সভা-সমাবেশ। তবে মিছিল থাকে নিষিদ্ধ। ৭৮ সালের তেসরা জুন অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

৭৮ সালের ৩০শে নবেম্বর প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘোষণা করেন—সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৭৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর তিনি এই তারিখ ঘোষণা করেন।

তারপর শুরু হয় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে নির্বাচন বর্জনের এবং বিভিন্ন দাবী পূরণের জন্যে বক্তব্য পেশ। বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুরু হয় প্রেসিডেন্ট জিয়ার আলাপ-আলোচনা। দুবার নির্বাচনের তারিখ বদল করার পর সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। মাত্র দুয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ছাড়া আজ সবাই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ই নবে-

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ..18/2/79.....
পৃষ্ঠা ..1..... কলাম .....

আজ ভোট

(১ম পৃঃ পর)

স্বরূপ বাতিল করা হয়েছে রাজনৈতিক দলবিধি। সংশোধন করা হয়েছে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী।

নির্বাচনী ইস্যু

এবারের নির্বাচনে দুয়েকটি রাজনৈতিক দল ছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই কোন সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইস্যু বা স্লোগান ভোটারদের সামনে তুলে ধরেননি। একটি প্রধান রাজনৈতিক দল বলেছেন, এবারকার নির্বাচনের মূল ইস্যু হচ্ছে বাংলাদেশের সকল কর্মকান্ড বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে কি হবে না। তারা আরো বলেছেন, এবার জনগণের কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো—লুটপাট হত্যা ও চোরাচালানের রাজনীতি দেশে আবার কায়েম না করা; বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য এবং দেশে অব্যাহত শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান।

জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অতীতে যারা ভাগ্য গড়েছে তাদের রাজনৈতিক ভাবে প্রত্যাখ্যানের জন্যে এই দল দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছে। বক্তব্য রেখেছে দেশের সংহতির রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া; জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনগণের গণতন্ত্র কায়েমের তারা জোরালো বক্তব্য রেখেছে দেশে শান্তি ও উৎপাদনমুখী রাজনীতির জন্যে। বক্তব্য রেখেছে, ব্যালটের মাধ্যমে আওয়ামী-বাকশালীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে।

অপর একটি রাজনৈতিক দল বলেছেন, নির্বাচিত হলে তারা দেশে কৃষক শ্রমিক রাজ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। আরেকটি রাজনৈতিক দল বলেছে, তারা একটি সুস্পষ্ট সিস্টেম ও নির্ভেজাল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অন্ধ, ভায়েলেন্স ও ঘুষার রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে। অপর একটি রাজনৈতিক দল বলেছে, জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা সংসদের ভেতরে ও বাইরে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

বিভিন্ন দলের কাছ থেকে বক্তব্য এসেছে—স্বাধীনতা ও প্রগতির সুস্পষ্ট শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে জনসাধারণের সমস্যাবলী সমাধানের জন্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলা; পবিত্র কোরান ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলা; প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয় করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন; স্থিতিশীল সংসদ গঠন ও স্বৈরাচারী শাসনের বিকাশ রোধ ও নির্মূল করার জন্যে সংগ্রাম ইত্যাদি।

এবং ভোটার—

এবারের নির্বাচনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো, ভোটাররা এবার নিবিষ্ট পর্যবেক্ষকের মতো সব কিছু বিবেচনা, পর্যালোচনা করেছেন। হুজুগের শিকার হয়ে চোখ-কান বুজে তারা এবার আর ভোট দিচ্ছেন না। ভোটাররা এবার অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। কাকে ভোট দেবেন তেমন কোন আভাস-ইঙ্গিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এবার অধিকাংশ ভোটারের কাছ থেকে পায়নি। তবে পর্যবেক্ষকদের অভিমত হলো, একটি রাজনৈতিক দল ব্যাপকভাবে ভোট টেনে নেবে। বহু জায়গায় 'আপসেট'-এরও সম্ভাবনা রয়েছে।

কয়েকটি বিষয় ভোটাররা গভীরভাবে বিবেচনা করছেন। তা হলো, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি এবং সুখে থাকা, শান্তিতে নিরাপত্তা নিয়ে বাস করা। তারা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের লুটপাট, হত্যা, দুর্নীতি, চোরাচালান ও রিলিফ কেলেঙ্কারী চান না। তারা দুর্ভিক্ষ চান না। তারা অনেক কিছুর মধ্যে আরো চান চাকরির সংস্থান, বাসস্থান ও চিকিৎসা সমস্যার সমাধান, উপযুক্ত বেতন ও গ্রেড। ভোটারদের কাছে আরেকটি প্রধান বিবেচ্য—কাকে ভোট দেবেন তাঁকে কাছে পাওয়া যাবে তো? পাওয়া গেলে কতদূর পাওয়া যাবে। দলের চেয়ে প্রার্থীর পরিচিতি ও যোগ্যতাও বিশেষভাবে ভোটাররা বিবেচনা করছেন।

কোন দলের কজন প্রার্থী—

তিনশো আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—২৯৮ আসন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) দিয়েছে ২৯৫টি আসনে। মুসলিম লীগ ও অবিভক্ত—২৬৫টি আসনে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—২৪০টি আসন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)—১৮৩ আসন, বাংলাদেশ ন্যাপ (মোজাফফর)—৮১টি আসন, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি—৭০টি আসন, পাঁচদলীয় বাংলাদেশ গণফ্রন্ট—৪৬টি আসন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নূর-জাহিদ)—৩৭টি আসন, আগোদল—২৯টি আসন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের)—২৮টি আসন, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল—১৯টি আসন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন—১৮টি আসন, বাংলাদেশ লেবার পার্টি—১৬টি আসন, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ—১৪টি আসন, বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি—১১ জন, জাতীয় জনতা পার্টি (কোরেশী)—৯টি আসন, জাতীয় একতা পার্টি—৫টি আসন, বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি—৩টি আসন, পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি—৩টি আসন, বাংলাদেশ জাতীয় দল (হুদা)—৬টি আসন, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল—২টি আসন, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল—২টি আসন, ইউনাইটেড রিপাবলিকান পার্টি—২টি আসন, নেজামে ইসলাম পার্টি—২টি আসন, বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ—১টি আসন এবং এনআরপিপি—১টি আসন ও বাংলাদেশ ডেমোক্রাটিক পার্টি—৫টি আসন।

প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন প্রার্থী প্রত্যেকে তিনটি আসনে একসঙ্গে প্রার্থী হয়েছেন। ১৮ জন প্রার্থীর প্রত্যেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একসঙ্গে ২টি আসনে। রাজশাহী বিভাগের ৭৩টি আসনে প্রার্থী হলেন ৫৬৭ জন, খুলনা বিভাগে ৬০টি আসনে ৪২৩ জন, ঢাকা বিভাগে ৮৭টি আসনে ৬৪৩ জন এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৭৮টি আসনে ৫৪২ জন।